POPULATION POLICY KARL MARX EXPLAINED

আমরা সবাই জানি যে জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তাই জনসংখ্যাকে অনেক সময় জনসম্পদ বা population resource বলে থাকা হয়। মানুষের পরিশ্রম ,মানুষের বুদ্ধি ,প্রভৃতি বিষয় গুলি সম্পদ হিসেবে বিশেষ ভাবে কাজে লাগে। প্রকৃতির দেওয়া সম্পদের পাশাপাশি প্রকৃতির সাহায্যে মানুষের দীর্ঘ পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সম্পদ উন্নয়ন হয়েছে তার ফলেই মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে এবং তার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে। সুতরাং সম্পদ হিসেবে মানুষের যে গুরুত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এই সম্পর্কে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জিমারম্যান বলেছিলেন man pays an important role in the overall scheme of resource development. অর্থাৎ সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।পৃথিবীতে মানব সম্পদ সব জায়গায় সমান ভাবে বন্টিত নেই ।কোথাও কোথাও বেশি মানুষের বসবাস লক্ষ্য করা গেছে। ঠিক একই ভাবে মানুষের কার্যকারিতাও পৃথিবীতে সমানভাবে বন্টিত হয়নি। শিক্ষিত ,কর্মক্ষম তথা প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমৃদ্ধ মানুষের বন্টন পৃথিবীতে অসমভাবে ঘটেছে।

সুতরাং জনসংখ্যা কোথায় বেশি আছে আবার কোথাও কম আছে। আবার প্রকৃতির দ্বারা বঞ্চিত পৃথিবীর সম্পদ সব জায়গায় সমান ভাবে নেই। দেখা গেছে যেখানে জনসংখ্যা অধিক পরিমাণে রয়েছে সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় কম। তার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেই দেশের বাসস্থানের জনসংখ্যা সম্পদের সাপেক্ষে অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। যাকে আমরা জনাধিক্য বা over population বলছি। আবার পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যন্ত কম। এই সকল দেশে জনসংখ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহিত অবস্থায়

রয়েছে। অর্থাৎ জনসম্পদের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। জনসংখ্যার এই পরিস্থিতিকে জনস্বল্পতা বা under population বলে।সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে সারা পৃথিবীতে জনসম্পদ বিষয়ে দেশ ভিত্তিতে আলাদা আলাদা পরিস্থিতি রয়েছে। কোন দেশে অধিক জনসংখ্যা একটি সমস্যা আবার কোন দেশে জন স্বল্পতা একটি সমস্যা। এই অবস্থায় জনসংখ্যাগত সমস্যাগুলিকে দূর করার জন্য প্রতিটি দেশ তাদের নিজেদের মতো করে কিছু সিদ্ধান্ত নেয় যাকে আমরা জনসংখ্যা নীতি বলি।কাল মার্কস এর জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতিতে আসার আগে আমাদের জেনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যা নীতি কি?

জনসংখ্যা নীতি হলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমার মধ্যে, আইনগতভাবে সিদ্ধ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যার মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট স্থান বা দেশ বা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য কি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হয়, যার মাধ্যমে ওই দেশ বা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন বা কল্যাণ সাধিত হয়।

TYPES OF POPULATION POLICY

সারা পৃথিবীতে যে সকল জনসংখ্যা নীতি প্রচলিত রয়েছে তাদের চরিত্রগত দু'রকমের রূপ প্রকাশ পায়।

1.প্রথমটি হলো জনসংখ্যা স্বল্পতা থাকার ফলে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না ,এর ফলে জনসংখ্যাকে বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য থাকে। এই ধরনের জনসংখ্যা নীতি কে বলা হয়ে থাকে pro-netalism.

পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ রয়েছে যে সকল দেশে প্রাপ্ত সম্পদ এর তুলনায় জনসম্পদ যথেষ্ট কম। উদাহরণ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা

প্রভৃতি দেশের কথা বলা যেতে পারে। এই সকল দেশে জনসংখ্যা এতটাই কম যে ওই দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য যে জনসম্পদে প্রয়োজন রয়েছে তা পাওয়া যায় না। এই কারণেই এই সকল দেশগুলি চায় যে তাদের দেশে জনসম্পদ আরো বেশি পরিমাণে বাড়ুক।অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল দেশের জনসংখ্যা জনসম্পদ বিবর্তনের দিক থেকে একেবারে শেষ অর্থাৎ চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তোমরা নিশ্চয়ই আমার জনসংখ্যা বিবর্তন তত্ত্বের নোট পড়েছ এবং শুনেছো। সেখানে আমি বলেছিলাম যে পৃথিবীর অত্যন্ত উন্নত দেশগুলিতে জন্মহার খুবই কম। কিন্তু জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মৃত্যুহার নিশ্চয়ই থাকবে। এই সকল দেশে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল বা stable population . আবার কখনও কখনও এই সকল দেশে জনসংখ্যা কমে যায়। যাকে আমরা negative বা ঋণাত্মক জনসংখ্যা বলে থাকি। তোমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারছ জনসংখ্যা বিবর্তনের আমি এসব কিছুই তোমাদের বলেছি।সুতরাং এই সকল দেশে জনসংখ্যা গত দিক থেকে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা কে সুচারুভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক এর অভাব । আর এই কারনেই কানাডা ,অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতির দেশ গুলি ভারতের মতো দেশে শিক্ষিত যুবকদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের অভিবাসন নীতি যথেষ্ট শিথিলতা দেখিয়েছে।যার ফলে অসংখ্য শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্র ছাত্রী এই সকল দেশে শিক্ষা এবং জীবিকার সুযোগ নেওয়ার জন্য যাচ্ছে।আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে এই সকল দেশগুলি চাইছে যে তাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ুক। কিন্তু এই সকল দেশের বসবাসকারী মানুষ তারা কখনোই জন্মহার কে বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে বাড়াতে চায় না।খালি প্রয়োজনীয় শ্রমিক বা জনসম্পদের যোগানের জন্য এই সকল দেশগুলি তাদের আন্তর্জাতিক অভিভাষণ নীতিকে শিথিল করেছে। আমার বক্তব্য নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে এই দেশগুলি চায় তাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ুক।

পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ রয়েছে (যারা জনসংখ্যা বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে) যারা জনসম্পদ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে রয়েছে। এই সকল দেশের জনগণ এবং সরকারও মনে করে যে জনসংখ্যা যত বাড়বে কাজের ক্ষেত্রে তথ্য সুবিধা হবে, অর্থাৎ more population, more resource. একসময় চীন দেশে ও কমিউনিস্ট সরকার আসার আগে এই চিন্তা ভাবনা বর্তমান ছিল।ফলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে জনসংখ্যা বিবর্তনের যারা প্রথম পর্যায়ে রয়েছে অর্থাৎ ইথিওপিয়া ,নামিবিয়া, কেনিয়া এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশেতে, যারা মনে করে জনসংখ্যা বাড়লে কাজের ক্ষেত্রে সুবিধে হবে।

আশা করি তোমরা এই আলোচনায় বুঝতে পারলে যে জনসংখ্যা বিবর্তনের একেবারে প্রথম পর্যায় এবং জনসংখ্যা বিবর্তনের একেবারে শেষ পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রেই দেশের সরকার এবং দেশের জনগণ চায় যে তাদের দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দরকার আছে।আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে জনসংখ্যা বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে থাকা দেশগুলি অত্যন্ত দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া দেশ এবং জনসংখ্যা বিবর্তনের চতুর্থ পর্যায় থাকা দেশগুলি অত্যন্ত উন্নত দেশ। কিন্তু মজার বিষয় হল যে এই সকল দেশের সরকার জনসংখ্যাগত দিক থেকে যে নীতি গ্রহণ করে থাকে তা হল জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি, আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় এই সকল দেশের সরকার চায় যে তাদের দেশের জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাক।এই ধরনের জনসংখ্যা নীতি কে বলা হয়ে থাকে pro-netalism.

2.কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আমরা দেখতে পাই যে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে বা জনসংখ্যা অধিক পরিমাণে রয়েছে। খালি সেই সকল দেশের সরকার চায় যে তাদের বর্তমান জনসংখ্যা কে নিয়ন্ত্রণ করতে বা কমাতে।এইভাবে অর্থাৎ জনসংখ্যাকে কমানোর জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হয় সেই জনসংখ্যা নীতি কে আমরা বলি **anti natalism**. পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বিশেষ করে উন্নতশীল দেশগুলি যেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে, সেখানে জনসংখ্যা কত বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যেগুলি অধিক জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, নারী নির্যাতন, অপুষ্টি, স্বল্প মাথাপিছু উৎপাদন, আমদানি নির্ভর অর্থনীতি, প্রভৃতি। পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম জনবহুল দেশ অর্থাৎ ভারত বর্ষ ও চীন ছাড়াও বাংলাদেশ পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলির অত্যন্ত দ্রুত হারে এবং অধিক পরিমাণে থাকা জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নের পক্ষে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকেনা। ফলে এই সকল দেশের সরকার অবশ্যই চায় যে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা জনসংখ্যাকে কমাতে।

3. আবার পৃথিবীতে এমন কিছু দেশ ও আছে যারা নির্দিষ্ট কোন জনসংখ্যা নীতি কে অনুসরণ করে না। প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে এই সকল দেশগুলি তাদের জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপ নেয়। উদাহরণ হিসেবে ইরান এর কথা বলা যেতে পারে। ইরানে জনসংখ্যা নীতি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

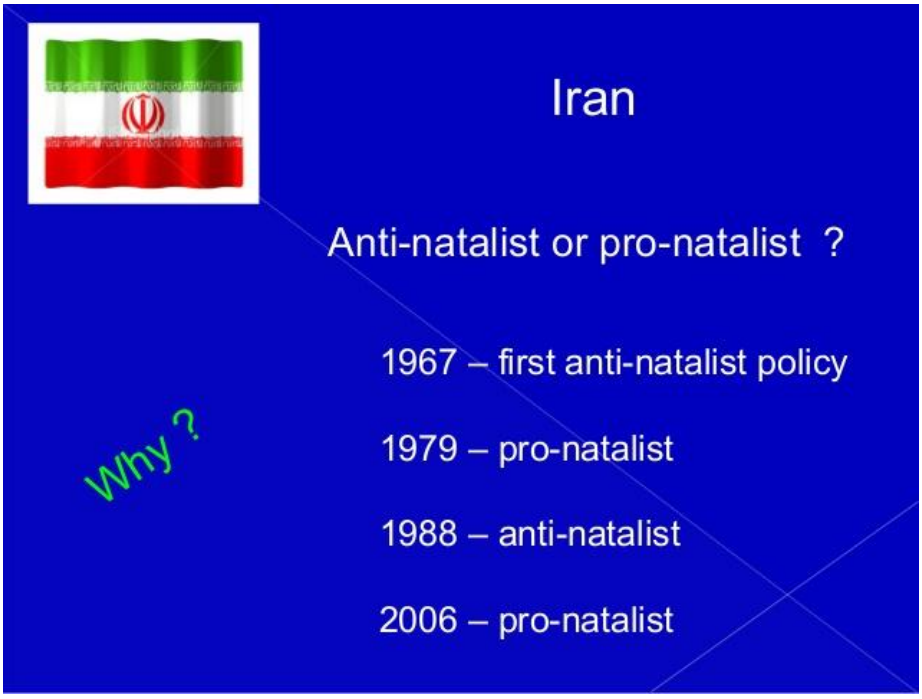

উপরের চিত্রে তোমরা দেখো যে হাজার 1967 সালের ইরান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু

1979 সালে তারা আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। 1988 সালে পুনরায় জনসংখ্যার হ্রাসের চেষ্টা করে ।আবার 2006 সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করে।

POPULATION POLICY BY KARL MARX

এখন আসা যাক আজকে যে পড়ার বিষয় বস্তু অর্থাৎ কাল মার্কসের জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে। অনেক সময় মানুষ অনেক কথাই বলে থাকে যেগুলির পরবর্তীকালে কি প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে ওই ব্যক্তির সঠিক ধারণা থাকে না। তারমধ্যে কাল মার্কসের জনসংখ্যা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা অন্যতম। হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে কাল মার্কস এর জনসংখ্যা নীতি এই শব্দটি না বলে জনসংখ্যা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা বলছি। কারণ কাল মার্কস কিন্তু কোন জনসংখ্যা বৃদ্ধিই ধরনের কোনো বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। বরঞ্চ তোমরা সবাই জানো বাজানা উচিত তাহলে ও কাল মার্কস একজন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বা চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলতেন আর সেই নির্দিষ্ট চিন্তাভাবনা হল কমিউনিজমের। তিনি কমিউনিজম সম্পর্কে তার ধারণা এবং চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে গিয়ে জনসংখ্যা সম্পর্কে এবং তার জনসংখ্যা নীতি সম্পর্কে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন এবং অবশ্যই তা ঘটেছিল তার অজান্তে।এখন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তার সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা কিভাবে ভূগোলের ক্ষেত্রে এবং জনসংখ্যা নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

কাল মার্কস মনে করতেন যে সমাজে ধণতন্ত্র ই হলো যত সমস্যার মূল কারণ।ধণতন্ত্র কে সরিয়ে দিয়ে যখন মানুষ সমাজতন্ত্র তৈরি করতে পারবে তখনই সমাজের যথাযথ করলেন হবে। এ তো গেল কাল মার্কস এর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ যার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। তিনি আরো বলেন সমাজের বৈষম্যের মধ্য দিয়েই ধণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ বৈষম্য যত বাড়বে ধনতন্ত্রের বিকাশ তত বেশি হবে। তার মতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন ও শোষণ যে স্বল্প সংখ্যক মালিক-শ্রমিক করছে তার পেছনে সংকীর্ণ নিজের স্বার্থই কাজ করছে। শ্রমিকদের ভাগ্য তথা সৌভাগ্য এবং মালিক-শ্রমিক সৌভাগ্য পরস্পরের বিপরীত ভাবে অবস্থান করছে। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন যদি শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য তৈরি করা যায় তবেই শ্রমিকদের শোষণকারী মালিক শ্রেণীর সৌভাগ্য

ফিরবে। এই বিষয়টিকে তিনি সহজভাবে বুঝিয়েছিলেন।শ্রমিকদের বেতন যদি নির্দিষ্ট করে রাখা হয় অর্থাৎ শ্রমিক নির্যাতন যদি বজায় রাখা যায় তাহলে মালিক শ্রেণীর খরচ বা ব্যয় কমে যাবে আর ব্যয় কমে গেলে তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ধরা যাক কোনো একটি কারখানায় শ্রমিকদের জন্য মজুরি দিতে হয় মাসে 10000 টাকা এবং পণ্য বিক্রি করে লাভ হয় 50 হাজার টাকা। তাহলে মালিক শ্রেণীর পকেট এ লাভের শেষ পর্যন্ত টাকা ঢোকে 40000 টাকা। এই অবস্থায় শ্রমিকদের মজুরি কে যদি কমানো যায় অর্থাৎ ধরা যাক 10 হাজার টাকা থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা করা যায় তাহলে মালিক শ্রেণীর লাভের পরিমাণ পৌঁছাবে 45000 টাকা।সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ যে শ্রমিকদের যদি শোষণ করা যায় শ্রমিকদের যদি বেতন কে নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলেই মালিক শ্রেণীর সৌভাগ্য ফিরবে।

অন্যদিকে অসংখ্য শ্রমিক শ্রেণীর ছাত্র তখনই সুরক্ষিত হবে যখন তারা তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে যথা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে বা মজুরি পাবে। তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হলো মালিক শ্রেণীর মুনাফা হ্রাস। এই অবস্থায় মালিক গোষ্ঠী সর্বদাই চেষ্টা করবে শ্রমিকদের বেতন কমাতে অথবা না বাড়াতে। এই অবস্থায় সূত্রপাত ঘটবে শ্রমিক শোষণের। যেহেতু শ্রমিকরা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসরতাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। মূলত এই অশিক্ষা এবং সচেতনতার অভাব এর জন্যেই শ্রমিকশ্রেণী মনে করে থাকে যে যত জনসংখ্যা বাড়বে অর্থাৎ শ্রমিকদের জনসংখ্যা যত বাড়বে ততই রোজগার উপার্জনের নতুন নতুন উৎস পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আর্থিক সচ্ছলতার জন্য শ্রমিকরা সর্বদাই চেষ্টা করে জনসংখ্যাকে বাড়াতে। শ্রমিকদের এই মানসিকতার জন্যই জনসংখ্যার তীব্র বৃদ্ধির লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে মালিক শ্রেণীরা তাদের শিক্ষার ধারা উপলব্ধি করে যে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত রাখাই তাদের পক্ষে ভালো। এই অবস্থায় দেখা যায় সমাজে বিপুল জনসংখ্যার শ্রমিকশ্রেণীর এর মাধ্যমে জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটছে এবং অতি

স্বল্প মালিক গোষ্ঠীদের মাধ্যমে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যার শ্রমিকদের মাধ্যমে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তা মালিকদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের তুলনায় অনেক বেশি। তাই কাল মার্কস শ্রমিকদের শিক্ষা অর্থনৈতিক সচ্ছলতার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কাল মার্কসের মতে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব এই শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক দুর্ভোগকে দূর করে সচ্ছলতার স্তরে আনা। আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে সাথেই শ্রমিকশ্রেণীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।